কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষাকোর্স লেভেল-০১ (১২তম ব্যাচ)

লেকচারশীট-২

বিষয়: কুরআনের সরল অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বোঝার জন্য
আরবী ভাষা, অনুবাদ ও উদাহরণের গুরুত্ব

<u>কুরআনের সরল অর্থ জানার সহায়ক বিষয়</u>

❖ কুরআনের সরল অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

➢ সঠিক না ভুল? প্রচলিত মতে-

কুরআনের সরল অর্থ জানতে হলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে

প্রচলিত তথ্য-

কুরআনের সরল অর্থ জানার জন্য আরবী ভাষাসহ ১৮-১৯টি বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে

<u>কুরআনের সরল অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য</u>

❖ কুরআনের সরল অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে

Common sense তথ্য-১

➢ কোনটি সঠিক? কুরআন আরবী ভাষায় লেখা। তাই সরাসরি আরবী কুরআন পড়ে আল কুরআনের সরল অর্থ জানতে হলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের-

১. অবশ্যই ভালো জ্ঞান থাকতে হবে ২. জ্ঞান থাকা দরকার নেই

৩. সামান্য জ্ঞান থাকলে চলবে ৪. বলা কঠিন

তথ্য-২

➢ কোনটি সঠিক? বর্তমানে পৃথিবীর সকল বড় ভাষায় কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ বের হয়ে গেছে। তাই, বর্তমানে ভালো অনুবাদকের লেখা অনুবাদ পড়ে আল কুরআনের ভালো সরল অর্থ জানা-

১. মোটেই সম্ভব নয় ২. খুবই সম্ভব ৩. বলা কঠিন

তথ্য-৩

সত্য উদাহরণ

IERF (Integrated Education and Research Foundation) মু'জামুল কুরআন নামের ভালো একটি অনুবাদ গ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগষ্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদখানিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকসহ আরবী ভাষা ও গ্রামারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিগণ ছিলেন। ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন।

অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রাখার সময়কালে প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীর কুরআন পড়তে পারতেন না অনুবাদটি প্রনয়ণে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ তাঁর ২০-২৫ বার খতম দেয়া ছিলো। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণে, অবদান রাখার ভিত্তিতে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নাম সম্পাদনা পরিষদের তালিকায় ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে । অনুবাদে অংশগ্রহণকারীগণ আমাকে বলেছেন- অনুবাদে ভূমিকা রাখার কারণে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নামটি ১ম অবস্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিলো, কিন্তু কুরআন পড়তে পারেননা বলে তাঁর নামটি ২য় অবস্থানে রাখা হয়।

<u>প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রেখেছিলেন তা হলো-</u>

সম্পাদনা পরিষদ যখন একটি আয়াতের অর্থ লিখেন তখন তিনি বলেন আয়াতখানির এ অর্থ সঠিক নয়। তবে অর্থটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অর্থ অমুক সূরার অমুক আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখতে পান প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কথা সঠিক।

- কোনটি সঠিক? এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে বর্তমানে অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে কুরআনের ভালো সরল অর্থ জানা-

  ১. মোটেই সম্ভব নয়   ২. খুবই সম্ভব   ৩. কিছুটা সম্ভব   ৪. বলা কঠিন

তবে অনুবাদ গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে। এ ভুল থেকে বাঁচার উপায় হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা থাকা। প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের **১**নং নীতিমালাটি ভালভাবে জানা ছিল। কুরআনের সরল অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে।

❖ আল কুরআন

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবী ভাষার জ্ঞানের গুরুত্বের বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালা যে বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়েছেন-

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অনুবাদ: আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা (কুটনীতি) নেই যাতে (সহজে) তারা (অনারব ও আরব সকলে) আল্লাহ-সচেতন হতে পারে (কুরআনের বক্তব্য জানতে ও মানতে পারে)। (যুমার/৩৯ : ২৮)

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

অনুবাদ: এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবীতে এবং তাতে বিভিন্নভাবে প্রতিশ্রুতি বর্ণনা করেছি যাতে তারা (অনারব ও আরব সকলে) আল্লাহ সচেতন হয় অথবা এটা তাদের জন্য স্মরণ রাখার বিষয় (গবেষণার বিষয়) যোগান দেয়। (ত্বা-হা/২০ : **১১২**)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: নিশ্চয় আমরা এটিকে (কুরআনকে) আরবী ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে (তা অধ্যয়ন করে) তোমরা (অনারব ও আরব সকলে) Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো। (ইউসুফ/**১২** : ২, যুখরুফ/৪৩ : ৩)

<u>এ ধরনের বক্তব্য থেকে কুরআনের সরল অর্থ জানার জন্য আরবী ভাষা ও অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে কি কি কথা বলা যেতে পারে?</u>

কথা-**১**

কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাই সরাসরি আরবী কুরআন পড়ে কুরআনের সরল অর্থ জানতে হলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

কথা-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞানধারী ব্যক্তি কর্তৃক রচিত কুরআনের অনুবাদগ্রন্থ পড়ে কুরআনের ভালো সরল অর্থ জানা সম্ভব।

তবে সকল মুসলিমকে-

কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কারণ, একজন মুসলিমকে বাধ্যতামূলকভাবে সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় । আর যারা জীবন জীবিকার জন্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিখেছে তাদের কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ বুঝতে পারার জন্য কুরআনিক আরবী গ্রামার জানার চেষ্টা না করলে জবাবদিহি করতে হবে, এটি বোঝাও কঠিন নয়।

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় প্রচলিত ধারণা</u>

➢ কোনটি সঠিক? প্রচলিত মতে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে হলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের-

১. গভীর জ্ঞান থাকতে হবে ২. তেমন জ্ঞান থাকা দরকার নেই

৩. কিছু জ্ঞান থাকলে চলবে ৪. বলা কঠিন

<u>প্রচলিত তথ্য- কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারসহ ১৮-১৯টি বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে</u>

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি- মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা সম্পন্ন হওয়া
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া
৩. ইলমুল তাওহীদ জানা
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসে খোঁজ করা, কারন তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা
৭. এরপর সুন্নাহয় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা
৮. কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা
৯. আরবী ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া
১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মত সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্বের বিষয়ে প্রকৃত তথ্য</u>

❖ কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্বের বিষয়ে Common sense

বর্তমান কালের একটি সত্য উদাহরণ। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন-

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ

নামের একটি অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রকাশ করেছে (প্রথম প্রকাশ ২০১৪ সালের রামাদান মাসে) আমাদের জানা মতে 'যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর' পৃথিবীতে এটিই প্রথম অনুবাদখানিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা অন্য অনুবাদে নেই। কিন্তু তা সঠিক, বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত অনুবাদখানি রচনায় প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রেখেছেন। অনুবাদ রচনা করার সময়- প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমানের আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। প্রধানত অন্য একটি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে তিনি যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থখানি রচনায় ভূমিকা রেখেছেন।

➢ কোনটি সঠিক? এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের-

১. গভীর জ্ঞান থাকতে হবে ২. সামান্য জ্ঞান থাকা যথেষ্ট

৩. কোনো জ্ঞান থাকা দরকার নেই ৪. বলা কঠিন

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্বের বিষয়ে আল কুরআন</u>

- তথ্য-১

➢ কোনটি সঠিক? যে প্রধান শিক্ষক এম এ ক্লাসের বই পড়া, ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয় সে প্রধান শিক্ষক-

১. খুব জ্ঞানী ব্যক্ত ২. পাগল ৩. মনে হয় পাগল ৪. বলা কঠিন

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা অনারব ও আরব সকল মানুষের জন্য ফরজ।

(এ বিষয়ের আলোচনা পরে আসছে)

➢ কোনটি সঠিক?এ তথ্যের আলোকে বলা যায়, কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা-

১. সহজ হবে ২. খুব কঠিন হবে৩. কঠিন হবে ৪. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক?এ তথ্যের আলোকে, কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি-

১. সঠিক ২. অবশ্যই সঠিক নয় ৩. সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অনুবাদ: আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যেরে অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না।(বাকারা/২ : ২৮৬)

- তথ্য-২

অনারব ও আরব সকল মানুষের জন্য কুরআন বোঝা সহজ তা আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরিভাবে ও বার বার জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْأنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

অনুবাদ: আমি কুরআনকে, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সহজ করেছি। তাই, (কুরআন) শিক্ষার জন্য (অনারব বা আরব) কেউ আছো কী? (ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অনুবাদ: আর একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) সহজ করা হয়েছে যেন (অনারব বা আরব) সকলে তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (দোখান/৪৪ : ৫৮)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَبِه قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ: অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করা হয়েছে যেনো (অনারব বা আরব) আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে পারো। (মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

- তথ্য-৩

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজেই কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন (এ তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াত পরে আসছে)। কিন্তু মহান আল্লাহ-

১. কুরআন ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় হলো আরবী গ্রামার এ কথা কুরআনের কোথাও বলেননি

২. নিজে একটি স্থানেও আরবী গ্রামারের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেন নি

পক্ষান্তরে

১. কুরআন ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় কি তা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের বহু স্থানে, সরাসরিভাবে, নানাধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন (আয়াত পরে আসছে)

২. নিজে বহু স্থানে সেটি কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন

- তথ্য-৪

মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক হওয়ার প্রমাণ কী?

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অনুবাদ: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেনো যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন। (আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা:

এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- ইসলাম জানা ও পালন করার ব্যাপারে যারা সুযোগ-সুবিধা জন্মগতভাবে বেশী পেয়েছে তাদের বিচার অপেক্ষাকৃত কঠিন হবে। আর যারা কম তাদের বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এটি হলো- মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক হওয়ার প্রমাণ।

- কোনটি সঠিক? ভাষার কারণে, আরব দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের তুলনায় অনারব দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষেরা কুরআন ও হাদীস জানা ও বুঝার ব্যাপারে-
  - ১. কিছু অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে ২. অনেক অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকে
  - ৩. সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক?কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীর জ্ঞান দরকার হলে অনারবদের ইসলাম পালনে ছাড় পাওয়ার পরিমান-
  - ১. কম হবে ২. অনেক বেশী হবে ৩. কিছু বেশী হবে ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক?কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীর জ্ঞান দরকার হলে অনারব মুসলিম দেশগুলো-
  - ১. শান্তিময় হবে ২. চরম অশান্তিময় হবে ৩. কিছুটা অশান্তিময় হবে ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষা ও গ্রামারের গভীর জ্ঞান না থাকলে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা যাবে না কথাটি-
  - ১. সঠিক হওয়ার কথা ২. ভুল হওয়ার কথা ৩. বলা কঠিন

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্বের বিষয়ে আল হাদীস</u>

হাদীসগ্রন্থসমূহে একটি হাদীসও নেই যা থেকে জানা যায়- রাসূল (সা.) নিজে আরবী গ্রামারের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন বা অন্য কাউকে ব্যাখ্যা করতে বলেছেন।

- তাহলে কোনটি সঠিক? রাসূল (সা.)-এর কর্মপদ্ধতির আলোকে বলা যায়, কুরআন ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা বা গ্রামারের গভীর জ্ঞান থাকা লাগবে বলে প্রচারিত কথাটি-
  - ১. অবশ্যই সঠিক নয় ২. সঠিক নয়
  - ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্বের বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ</u>

পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন তারা হলেন সাহাবীগণ। সাহাবীগণের মধ্যে হাতে গণা কয়েকজন বাদে সবাই ছিলেন নিরক্ষর। অর্থাৎ তাদের আরবী গ্রামারের কোনোই জ্ঞান ছিলনা। আর একজন সাহাবী কুরআন ও হাদীসের অধিকাংশ বক্তব্য শুনেছেন অন্য একজন সাহাবীর নিকট থেকে। অর্থাৎ একজন নিরক্ষর আর একজন নিরক্ষের নিকট থেকে

- কোনটি সঠিক? সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়, কুরআন ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা বা গ্রামারের গভীর জ্ঞান থাকা লাগবে বলে প্রচারিত কথাটি-
  - ১. অবশ্যই সঠিক নয় ২. সঠিক নয় ৩. মনে হয় সঠিক ৪. বলা কঠিন

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয়ের ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য</u>

- কোনটি সঠিক? কুরআনের সরল অর্থ জানলে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা হয়ে গেলো কথাটি-

১. অবশ্যই সঠিক নয় ২. সঠিক নয় ৩. সঠিক ৪. বলা কঠিন

উদাহরণ

'আকিমুস্ সালাত'-এর সরল অর্থ হলো- 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো'

'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা-

সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। তাই, 'আকিমুস্ সালাত'-এর সরল অর্থটি জানলেই 'আকিমুস্ সালাত'-এর ব্যাখ্যা তথা 'আকিমুস্ সালাত' বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা বুঝা হয়ে গেলো বিষয়টি মোটেই এমন নয়। আর তাই, কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে কুরআনের অনেক বক্তব্যের ব্যাখ্যা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য কুরআন ব্যাখ্যার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। কুরআন ব্যাখ্যার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে অনেক তথ্য আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখ থাকা ঐ সহায়ক বিষয়কে বর্তমান ও নিকট অতীতের মুসলিমরা মোটেই কাজে লাগায়নি। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য থেকে বহু দূরে।

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে Common sense

- কোনটি সঠিক? বক্তব্য বুঝানোর জন্য সে উপস্থাপক ততো ভালো, যে যতো বেশী-
  ১. গ্রামারের মাধ্যমে বুঝাতে পারে
  ২. উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে পারে
  ৩. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? বক্তব্য বুঝানো তথা ব্যাখ্যা করার জন্য-
  ১. গ্রামারের গুরুত্ব অপরিসীম
  ২. উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম
  ৩. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝানোর জন্য-
  ১. গ্রামারের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কথা
  ২. উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কথা
  ৩. বলা কঠিন

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে আল কুরআন

- কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে আল কুরআন পরোক্ষ তথ্য

- পরোক্ষ তথ্য-১

  কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

অনুবাদ: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে/ব্যাখ্যামূলকভাবে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। (ঝুমার/৩৯ : ২৩)

আল কুরআনের মূল আয়াত প্রায় ৫০০টি। ঐ ৫০০ আয়াতের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য মহান আল্লাহ অসংখ্য উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে ৬২৩৬ এর কিছু বেশী আয়াত আছে। এর বেশিরভাগ হলো উদাহরণের আয়াত। অন্যদিকে কুরআনের একটি জায়গাতেও মহান আল্লাহ, কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝানোর জন্য আরবী গ্রামারকে ব্যবহার করেননি।

পরোক্ষ তথ্য-২

কুরআনের পংক্তি বা লাইনকে আল্লাহর দেয়া নাম হলো- আয়াত। কুরআনের অনেক স্থানে বৈজ্ঞানিক উদাহরণকেও আল্লাহ নাম দিয়েছেন- আয়াত

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালার এ সকল কর্মপদ্ধতি (ফে'য়লী হাদীস) থেকে বুঝা যায় কুরআন বুঝানো তথা ব্যাখ্যা করার জন্য-
    ১. গ্রামারের গুরুত্ব অপরিসীম
    ২. উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম
    ৩. বলা কঠিন

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য উদাহরণের গুরুত্বের বিষয়ে কুরআনের প্রত্যক্ষ তথ্য

তথ্য-১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা:

আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- কুরআনকে শিখানো তথা বোঝানোর জন্য যতো ধরনের উদাহরণ আছে তার সবক'টিকে তিনি কুরআনে ব্যবহার করেছেন । পর্যালোচনা করলে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে যে সকল বিষয়ের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন তা হলো-

১. সাধারণ জ্ঞান
২. মানব শরীর বিজ্ঞান
৩. প্রাণিবিজ্ঞান
৪. উদ্ভিদ বিজ্ঞান
৫. মহাকাশ বিজ্ঞান
৬. সৌর বিজ্ঞান
৭. ভূ-বিজ্ঞান
৮. জল বিজ্ঞান
৯. সাধারণ বিজ্ঞান
১০. সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)
১১. সত্য কাহিনী (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)

তথ্য-২

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

অনুবাদ: আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ। (কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা: অধিকাংশ মানুষ সত্য উদাহরণ জানার পরও একটি বিষয় মানতে চায় না।

তথ্য-৩

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণির উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না

ব্যাখ্যা:

নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণির উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেন না

শিক্ষা:

কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের ছোট-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ: অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)

ব্যাখ্যা:

কুরআন সম্পর্কে সূরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'

- কোনটি সঠিক? শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে-
  - ১. ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান　　২. অনেক পার্থক্য বিদ্যমান
  - ৩. কোনো পার্থক্য নেই　　৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক?কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ-
  - ১. অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন　　২. তেমন গুরুত্ব দেননি
  - ৩. কোনোই গুরুত্ব দেননি　　৪. বলা কঠিন

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ: আর যারা কাফের তারা বলে- এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণির) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা: যারা জীব বিজ্ঞান, এমনকি ক্ষুদ্র একটি প্রাণির উদাহরণকেও কুরআন বুঝার জন্য তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ: এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা: প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করায় অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ: আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ব্যতীত আর কাউকে তিনি এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা: আর গুনাহগাররা ব্যতীত কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় না। পুরো আয়াতখানিতে (বাকারা/২ : ২৬)- কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যতো ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো- মানুষও একটি প্রাণি। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত), কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর।

তথ্য-৪

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ: তুমি কি লক্ষ্য করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে। (আল আম্বিয়া/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো-

১. একটি সুন্দর গাছ- কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য
২. মূল সুদৃঢ়- কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ
৩. শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত- কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক
৪. প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে- কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

তথ্য-৫

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

.

অনুবাদ: আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে (ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (সঠিক শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।(হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে বলা হয়েছে-

- সত্য শিক্ষা
- উপদেশ
- স্মরণ রাখার বিষয় তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয়

তথ্য-৬

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

অনুবাদ: অবশ্যই তাদের (নবী-রাসূলগণ এবং কাফির-মুশরিকদের) ঘটনাবলিতে জ্ঞান-বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এটা (কুরআন) কোন মনগড়া রচনা নয় বরং এটি এর সামনে যা আছে (পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ) তার সত্যায়নকারী, (মানুষের উভয় জীবনের সফলতার জন্য প্রথম স্তরের মৌলিক) সকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ। (ইউসুফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলিতে শিক্ষনীয় বিষয় আছে বলে জানানো হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা:

এ সকল আয়াতে সত্য উদাহরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ যে সকল কথাগুলো বলেছেন তা হলো-

১. সত্য উদাহরণ আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা
২. যারা কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণকে তুচ্ছ মনে তারা কাফির। সে উদাহরণ যতো ক্ষুদ্র হোক না কেন
৩. সত্য উদাহরণে আছে শিক্ষণীয় বিষয়
৪. সত্য উদাহরণের শিক্ষা হলো স্মরণ রাখার বিষয়
৫. সত্য উদাহরণ ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে

অন্যদিকে কুরআন হলো-

১. আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা
২. কুরআনের আয়াতকে তুচ্ছ মনে করলে ঈমান থাকে না
৩. কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়
৪. কুরআনের আয়াত হলো শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার বিষয়
৫. কুরআনের বক্তব্য ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে

একটি সত্য অন্য একটি সত্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়। কখনও বিপরীত হয় না। তাই, একটি জানা থাকলে অন্যটির ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়। আর তাই, সত্য উদাহরণ জানা থাকলে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়। আবার কুরআন জানা থাকলে সত্য উদাহরণ বোঝা সহজ হয়।

- কোনটি সঠিক?এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়, কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব-

  ১. অপরিসীম ২. অনেক ৩. তেমন না ৪. অন্যকিছু

- তাহলে কোনটি সঠিক?সত্য উদাহরণের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামের কথা হিসেবে-

  ১. মেনে নেয়া যাবে
  ২. মেনে নেয়া যাবে না
  ৩. কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের সরাসরি প্রমাণ ব্যতীত মেনে নেয়া যাবে না
  ৪. বলা কঠিন

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে আল হাদীস</u>

রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় উদাহরণমূলক কথার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। যেমন-

- হাদীস-১

নবুওয়াত পাওয়ার পর পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে মক্কাবাসিদের ডেকে তিনি সর্বপ্রথম যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেটি আরম্ভ করেছিলেন উদাহরণের মাধ্যমে। বক্তব্যটি ছিল এরূপ-

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা.) কোনো একদিন সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে 'ইয়া সাবাহাহ, বলে সকলকে ডাক দিলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বললো- কি বলতে চাও? তখন মহানবী (সা.) বললেন- আচ্ছা বলো তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত; তবে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললো- অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তিনি বললেন- তাহলে শোন, আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বললো- তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেনঃ "আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক।"

(বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা সাবা'র তাফসীর পরিচ্ছেদ, হাদিস নং- ৪৮০১, মাকতাবাতুস সাফা, ২০১৩, কায়রো, মিসর)

- হাদীস-২

ইমাম বুখারী (রহ.),'আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-

আবদুল্লাহ বিন 'ওমর (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) একদা বললেন- গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো- সেটি কী গাছ?

রাবী বলেন- তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগলো। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন- আমার ধারণা হলো- সেটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোট হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা

পাচ্ছিলাম। অত:পর সাহাবীরা বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন- তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইলম (জ্ঞান অধ্যায়), বাবু ত্বরহিল ইমামিল মাসআলাতা 'আলা আসহাবিহি লিয়াখতাবিরা মা ইনদাহুম মিনাল ইলম (শিষ্যদের জ্ঞান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের কোনো বিষয় উত্থাপন করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৬২, পৃ. ২০।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কি হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও আমলে দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

➢ কোনটি সঠিক? কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য, সত্য উদাহরণের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামের কথা হিসেবে-

১. মেনে নেয়া যাবে

২. মেনে নেয়া যাবে না

৩. কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের সরাসরি প্রমাণ ব্যতীত মেনে নেয়া যাবে না

৪. বলা কঠিন

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসাবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আকলকে (Common sense) ব্যবহার করতে পারো। (ইউসুফ/১২ : ২)

➢ কোনটি সঠিক?

১. General knowledge অর্থ- সাধারণ জ্ঞান   ২. Common sense অর্থ- সাধারণ জ্ঞান

৩. উভয়টি সঠিক   ৪. কোনটি সঠিক নয়

- প্রকৃত অর্থ
  - ☐ General knowledge অর্থ- অর্জিত সাধারণ জ্ঞান
  - ☐ Common sense অর্থ- জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান

ব্যাখ্যা: নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসাবে অবতীর্ণ করেছি যাতে কুরআনের সাধারণ বক্তব্যের আলোকে তোমাদের (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস) Common sense/বিবেক /বোধশক্তিকে উৎকর্ষিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করা ও অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারো।

==

<u>যে সকল স্থানে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বহু উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে কুরআন ও হাদীস জানিয়েছে</u>

❖ কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .

অনুবাদ: নিশ্চয় মহাকাশ ও পৃথিবীর গঠন প্রকৃতি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে বহু আয়াত (উদাহরণ/নিদর্শন/শিক্ষনীয় বিষয়)। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল স্থানে অনেক উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

- মহাকাশ বিজ্ঞান
- ভূতত্ত্ব ও জল বিজ্ঞান
- সৌর বিজ্ঞান

তথ্য-২

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ

অনুবাদ: আর তাঁর আয়াতের(উদাহরণ/নিদর্শন/শিক্ষনীয় বিষয়) মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব।(শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল স্থানে অনেক উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

- মহাকাশ বিজ্ঞান
- ভূতত্ত্ব ও জল বিজ্ঞান
- প্রাণিবিজ্ঞান

তথ্য-৩

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

অনুবাদ: তারা কি দেখে না উটকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মন্ডলকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? ভূমন্ডলকে কি (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) বিস্তৃত করা হয়েছে? (গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা: অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাই, এ আয়াতে কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য যে সকল স্থানে অনেক উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

- প্রাণিবিজ্ঞান
- মহাকাশ বিজ্ঞান
- পাহাড়-পর্বত বিজ্ঞান
- ভূতত্ত্ব ও জল বিজ্ঞান

আয়াত ক'খানিতে খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো না দেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য-৪

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ .

অনুবাদ: আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে কতই না উদাহরণ উপস্থিত আছে, তারা এ সবের উপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে। (ইউসুফ/১২ : ১০৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে জানানো হয়েছে- মহাকাশ ও পৃথিবীতে মানুষের চলার পথের চতুর্দিকে, কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক উদাহরণ আছে কিন্তু মানুষ তা উপেক্ষা করে

তথ্য-৪

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ: আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখ না?(যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

<u>আয়াতদু'খানির ব্যাখ্যা</u>

➢ কোনটি সঠিক? আয়াতখানির শিক্ষা হলো-

১. দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে

২. দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে

৩. বলা কঠিন

তাই, আয়াতদু'খানিতে খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে যে সকল স্থানের বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্য দেখলে ঈমান দৃঢ় হবে বলে জানানো হয়েছে তা হলো-

১. মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্য

২. মানব শরীরের মধ্যকার বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্য

<u>যে বিষয়ের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়</u>

কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর উদাহরণ হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা, আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় (লাভ) করে (সামান্য ওজরের কারণে কুরআনের বিষয় গোপন করে), তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না)। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।(বাকারা/২ : ১৭৪)

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ সবচেয়ে বেশী কার্যকর' তথ্যটি সঠিক হওয়ার প্রমাণ-</u>

- Common sense
- দৃষ্টিকোণ-১
  - 'বিষয়বস্তু' একই হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআনের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো- 'মানুষ'

তাই, কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি এবং মানুষের embryology, anatomy, physiology, psychology, intellectuality, sex, behavior, need, aging process, food, exercise, disease, treatment, limitations. আর কুরআনে যে সকল আমল (কাজ) মানুষকে পালন করতে বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে মানুষের- anatomy, physiology, psychology, intellectuality, sex, behavior, need, aging process, limitations ইত্যাদি দিকে খেয়াল রেখে।

এ তথ্যের প্রমাণ-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অনুবাদ: আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যেরে অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না। (বাকারা/২ : ২৮৬)

অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের- embryology, anatomy, physiology, phycology, intellectuality, sex, behavior, need, aging process, food, exercise, disease, treatment, limitations ইত্যাদি নিয়ে। তাই Common sense এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতিমালা ও তথ্যের মধ্যে ব্যাপক মিল থাকবে। আর তাই, একটির নীতিমালা ও তথ্য জানা থাকলে অন্যটির নীতিমালা ও তথ্য বুঝা সহজ হয়।

- দৃষ্টিকোণ-২

❑ ব্যক্তি মানুষের সরাসরিভাবে কল্যাণকর হওয়ার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত । আর স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই, অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ-

- বেশী মনযোগ দিয়ে শুনে
- জানতে চায়

- দৃষ্টিকোণ-৩

❑ কিছু না কিছু জ্ঞান থাকার দৃষ্টিকোণ

➢ কোনটি সঠিক? নিজের, পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য জীবনে একবারও চিকিৎসকের নিকট যেতে হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে-

১. আছে ২. অবশ্যই নেই ৩. নেই ৪. বলা কঠিন

➢ কোনটি সঠিক?সকল মানুষের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি-

১. আছে ২. অবশ্যই আছে৩. নেই ৪. বলা কঠিন

তাই, অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে

➢ কোনটি সঠিক? এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে Common sense- এর সহজে বলা যায়, অন্য উদাহরণের তুলনায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য-

১. সবচেয়ে বেশী কার্যকর ২. কম কার্যকর ৩. সমান কার্যকর ৪. বলা কঠিন

❖ কুরআন

✚ তথ্য-১.১

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ

অনুবাদ: আর আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আছে (মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগের) চিকিৎসা এবং বিশ্বাসীদের জন্য রহমত। (বনী ইসরাইল/১৭ : ৮২)

✚ তথ্য-১.২

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ: হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের মনে যা আছে তার (মনোরোগের) চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (ইউনুস/১০ : ৫৭)

✚ তথ্য-১.৩

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ

অনুবাদ: বলো- মু'মিনদের জন্য এটা (কুরআন) পথনির্দেশিকা ও চিকিৎসা। (হা-মিম-আস সিজদাহ/৪১ : ৪৪

সম্মিলিত ব্যাখ্যা:

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে সরাসরিভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- আল কুরআনে মানুষের চিকিৎসা তথা শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক তথ্য আছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের Embryology, Anatomy, Physiology, Psychology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেকে তথ্য কুরআনে আছে। অনেক রোগের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা (Preventive treatment) কুরআনে সরাসরি উল্লেখ আছে। আর নিরাময়মূলক চিকিৎসা (Curative treatment) গবেষণার মাধ্যমে মানুষকে বের করে নিতে বলা হয়েছে। শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক তথ্য কুরআনে উল্লেখ থাকার কারণ-

- ১ম মূল কারণ

আল্লাহ তা'য়ালা চান মানুষ সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করে পরকালিন জীবনে মুক্তি লাভ করুক। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই, শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক তথ্য আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে লিখে রেখেছেন।

- ২য় মূল কারণ

  শুধু শরীর সুস্থ্য থাকলেই মানুষ দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করে পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। এটির জন্য আবশ্যই জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, পারলৌকিক ইত্যাদি দিকেরও সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

জীবনের ঐ দিকসমূহের সকল মূল এবং আরো অনেক তথ্য কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লেখ আছে। জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হতে হলে কুরআনে থাকা ঐ তথ্যগুলোও মানুষকে জানতে, বুঝতে ও তার উপর আমল করতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য ও নীতিমালা জানা থাকলে কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের অন্য দিকের তথ্য ও নীতিমালাগুলো জানা ও বোঝা সহজ হয়। এ কথাটিই আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন পরে আসা দু'টি আয়াতের মাধ্যমে-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ: অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত কর; (ইসলাম) আল্লাহর ফিতরাত (আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল), যার উপর (আল্লাহর প্রকৃতির সামঞ্জস্যশীল করে) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই; এটা স্থায়িভাবে সঠিক জীবন ব্যবস্থা; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। (রুম/৩০ : ৩০)

<u>ব্যাখ্যা: আয়াতখানির অংশভিত্তিক শিক্ষা</u>

আয়াতখানির প্রথম অংশ ও তা থেকে শিক্ষা: (ইসলাম) আল্লাহর ফিতরাত (আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল), যার উপর (আল্লাহর প্রকৃতির সামঞ্জস্যশীল করে) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ

ইসলাম = আল্লাহর প্রকৃতি

আবার

আল্লাহর প্রকৃতি = মানুষের প্রকৃত

আল্লাহর প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী নির্ভুল গ্রন্থ হলো- আল কুরআন। আর মানুষের প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়-

- চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলে কুরআন বোঝা সহজ হয়
- কুরআনের জ্ঞান থাকলে চিকিৎসা বিজ্ঞান বোঝা সহজ হয়

আয়াতখানির ২য় অংশ ও তা থেকে শিক্ষা: আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই; এটা স্থায়িভাবে সঠিক জীবন ব্যবস্থা; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।

- কোনটি সঠিক? আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে ভিন্নতা-

  ১. আছে　২. অবশ্যই আছে৩. নেই　৪. বলা কঠিন

তাই, আয়াতখানির এ অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে- বিভিন্ন সৃষ্টির আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন বা পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে ছোট বড় অনেক ভিন্নতা আছে। তবে- বিভিন্ন সৃষ্টির, সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনার মূল নীতিমালার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। যেমন-

১. সকল জীবের শরীরের ইউনিট তথা কোষের (Cell) গঠন এবং ভিতরের মূল পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে
২. সকল জীবের সৃষ্টিকে 'ইলহামের' মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভুল বা সঠিক বিষয়ের ধারণা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে
৩. সকল জীবের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্মগত ব্যবস্থা আছে
৪. সকল জীবের সৃষ্টির বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হওয়ার মৌলিক নীতিমালা একই
৫. সকল জীবেরর বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং বংশবৃদ্ধির উপায়ের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল আছে

৬. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য লাগে এবং ঐ খাদ্যের মৌলিক উপাদানের মধ্যে অনেক মিল আছে
৭. যে সকল সৃষ্টি দলবদ্ধভাবে (সমাজবদ্ধভাবে) জীবন-যাপন করে (মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি) তাদের দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে বহু মিল আছে।
৮. সকল সৃষ্টির শরীরের মূল উপাদান একই আর তা হল কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন
৯. তাই আয়াতের এ অংশের সরাসরি শিক্ষা হলো- মানুষসহ সকল সৃষ্টির- মূল সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতির মূল নীতিমালার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই

আর তাই একটি জানা থাকলে আর একটি জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা:

অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূরে এবং মানুষের শরীর মধ্যে থাকা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে, ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তাই, শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলেই কুরআনের অর্ধেক তথ্য সহজে বোঝা যায়। একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে পদার্থ, রসায়ণ, সাধারণগণিত, বিজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি তথা সাধারণ বিজ্ঞানের অনেক দিকেরও মূল জ্ঞান জানতে হয়

তাই, একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর জন্য কুরআনের অর্ধেকের অনেক বেশী অংশের বক্তব্য বোঝা সহজ হয়

উল্লিখিত ৫খানি আয়াতের বক্তব্যের আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান, অন্য বিজ্ঞানের চেয়ে কুরআন বুঝতে অনেক বেশী সহায়ক। এ তথ্যটি আরো সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের তথ্য পর্যালোচনা করলে

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .
اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

অনুবাদ:

- পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন
- যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন
- পড়ো এবং তোমার রব মহাসম্মানিত
- যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন
- মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে জানতো না।

ব্যাখ্যা: কুরআনে এ পাঁচখানি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর কমপক্ষে তিন মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতখানির বিষয় অনির্দিষ্ট

কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতখানির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয় আলাক-

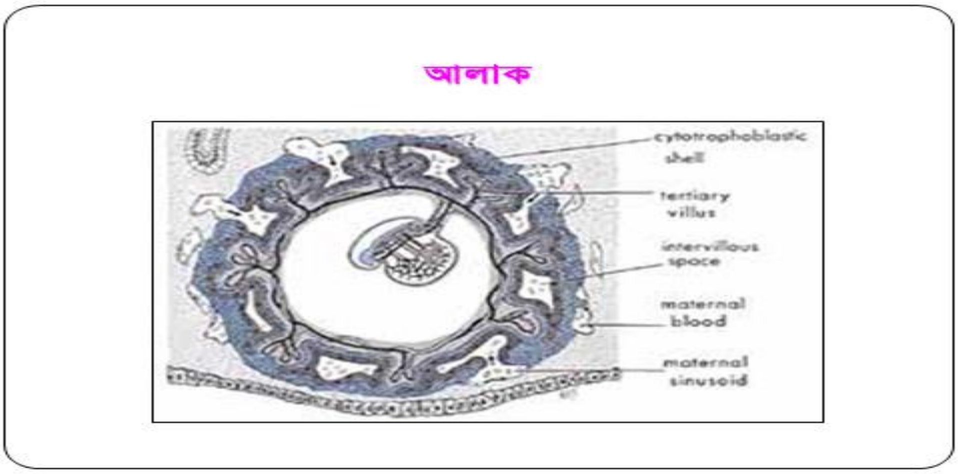

তাই দেখা যায়- চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়াত তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। এ তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অন্য বিজ্ঞানের তূলণায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণটিও প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের তথ্যের মধ্যে উপস্থিত আছে। আয়াত ৫খানি পর্যালোচনা করলে সে কারণটি যেভাবে বুঝা যায়-

৫ম আয়াতখানিতে 'যা মানুষ আগে জানতো না' বলে কুরআনের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আর ৩য় আয়াতখানিতে উল্লেখ থাকা 'কলম' হলো জ্ঞান অর্জনের সহায়তাকারী অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। তাই, আয়াত পাঁচখানিতে কুরআনের জ্ঞান এবং কুরআনে জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অতীব সহায়ক বিষয়ের কথাই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। সে বিষয়ের একটি হলো 'কলম'। আর অন্যটি হলো 'চিকিৎসা বিজ্ঞান'

➢ কোনটি সঠিক? এ ব্যাখ্যা সঠিক না হলে আল্লাহ তা'য়ালার তথ্য উপস্থাপন পদ্ধতি-

১. সংগতিপূর্ণ হয়   ২. অসংগতিপূর্ণ হয়
৩. অবশ্যই অসংগতিপূর্ণ হয়   ৪. বলা কঠিন

কারণ, প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের ১, ৩, ৪ ও ৫নং আয়াতগুলো সরাসরি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ২নং আয়াতখানি সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য ধারণকারী (মানব ভ্রূনতত্ব)

➢ কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালা অসংগতিপূর্ণ কাজ করার ত্রুটি থেকে-

১. মুক্ত   ২. অবশ্যই মুক্ত   ৩. মনে হয় মুক্ত ৪. বলা কঠিন

তাই, সহজে বলা যায়- চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা উদাহরণ কুরাআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যান্ত সহায়ক বলেই আল্লাত তা'য়ালা আয়াতখানি এখানে এনেছেন।

❖ হাদীস-

✚ হাদীস-১

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ৪টি অবস্থার পুর্বে ৪টি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থ্যতার পূর্বে সুস্থ্যতাকে, দারিদ্রের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে (বিশ্রাম)

(আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন্-নায়সাবূরী (বৈরুত: দারু ইবন হাজম, ২০০৭ খ্রী.), ৪র্থ খণ্ড, كِتَابُ الرِّقَاقِ (কোমল হওয়া অধ্যায়), হাদীস নং ৭৮৪৬, পৃ. ৩৭৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) যে ৪টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন, অসুস্থ্যতার পূর্বে সুস্থ্যতা এবং ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে হলো তার ৩টি। এ ৩টি বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিজ্ঞান।

- হাদীস-২

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- এমন দু'টি নেয়ামত রয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। সে দু'টি নেয়ামত হলো- সুস্থ্যতা ও অবসর (বিশ্রাম)।
(সহীহুল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الرِّقَاقِ (কোমল হওয়া অধ্যায়),بَابٌ: لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ (সত্যিকারের জীবন তো আখেরাতের জীবন পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৬৪১২, পৃ. ৭৭০)

ব্যাখ্যা:

হাদীসখানিতে প্রথমে সুস্থ্যতা ও অবসরকে নেয়ামত বলা হয়েছে। সুস্থ্যতা ও অবসর (বিশ্রাম) বিষয় দু'টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি নিয়ামত। হাদীসখানির আর একটি তথ্য হলো- সুস্থ্যতা ও অবসর নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। ধোঁকায় পড়ে থাকার অর্থ হলো- ভুল জানা। তাই, হাদীসখানির বক্তব্য হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে

বিষয়টি মানব সভ্যতার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছোট-বড় অনেক তথ্যের ব্যাপারে বহু সাধারণ মানুষ (চিকিৎসক ভিন্ন অন্য মানুষ) ভুলের মধ্যে আছে, এ কথাটি বলা বা বোঝাও সহজ। কিন্তু বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ চিকিৎসক ভুলের মধ্যে কথাটি বোঝা কঠিন

তবে কথাটি সঠিক। বর্তমান যুগেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দু'টি তথ্য প্রায় সকল চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে-

১. ১সকল রোগের ঔষধ আছে শুধু বার্ধক্য (Aging process) ব্যতীত
২. চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ হলো- কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম

এ তথ্য দু'টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নের হাদীস সমূহসহ আরো হাদীসের মাধ্যমে-

- হাদীস-১

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন-আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৭৮)

- হাদীস-২

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) এর সময় একব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পচন ধরে। রাসূল (সা.) লোকটির চিকিৎসার জন্যে বনি আনসার গোত্র থেকে দু'জন চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন- তোমাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বললো- হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে? যায়েদ (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বললেন - 'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ঔষধও পাঠিয়েছেন'। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুয়াত্তা, হাদিস নং-১৬৮৯)

- হাদীস-৩

  উসমান ইবনে শারীক (রা.) বলেন- একদিন আমি রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি রোগের জন্য ঔষধ গ্রহণ করবো? রাসূল (সা.) বলেন- হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঔষধ গ্রহণ করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি রোগ ব্যতীত। তারা জিজ্ঞাসা করলো- সেটি কী? তিনি বললেন- সেটি হলো- বার্ধক্য। (আবু দাউদ, তিরিমিজি, নাসাই, ইবনে মাজাহ, মেশকাত- হাদীস নং ৪৩৩৩)

সম্মিলিত শিক্ষা:

এ হাদীস ৩ খানি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়- সকল রোগের ঔষধ আছে শুধু বার্ধক্য (Aging process) ব্যতীত৷ অর্থাৎ সঠিক রোগ নির্ণয় করে যথাযথ ঔষধ দিতে পারলে সকল রোগ নিরাময় করা সম্ভব। তবে বার্ধক্যের ব্যাপারে এটি সম্ভব নয়।

- হাদীস(সনদ দূর্বল)-৪

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কিভাবে তার রবকে চিনবে? রাসূল (সা.) বললেন, যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অত:পর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।
(আক-মাকতাবাতুশ শামেলাহ- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ: ১৮২)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসখানির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামাঞ্জস্যশীল। রাসূল (সা.) বলেছেন- যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে৷ রবকে চেনার মূল অর্থ হলো- কুরআন জানা ও কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা৷ নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো-

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা

২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার উপর নির্ভরশীল তাই এ হাদীস অনুযায়ী- চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চিনা তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সহায়ক।

<u>কুরআনের সরল অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার ও উদাহরণের তুলনামূলক গুরুত্বের সারসংক্ষেপ</u>

১. কুরআন সরাসরি পড়ে সরল অর্থ জানতে হলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে
২. কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ বের হওয়ার পর কুরআনের সরল অর্থ জানার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। (কারণ, অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে কুরআনের ভালো সরল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব)
৩. কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থান নেই
৪. কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম বা উদাহরণ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়
৫. উদাহরণের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ সবচেয়ে বেশী কার্যকর
৬. সকল মুসলিমকে কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শিখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, সালাতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক।
৭. যারা জীবন- জীবিকার জন্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিখেছে তাদের কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ বুঝতে পারার জন্য কুরআনিক আরবী গ্রামার জানার চেষ্টা না জবাবদিহি করতে হবে।

<u>কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান) সবচেয়ে বেশী সহায়ক হওয়ার কয়েকটি নমুনা-</u>

- নমুনা-১

❑ সূরা আলাকের ২নং আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

(আলাক/৯৬ : ২)

প্রায় সব অনুবাদ ও তাফসীরে লেখা অর্থ: (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে

আয়াতখানির প্রচলিত অর্থের পর্যালোচনা:

এ অর্থ একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র দেখলে বলবে কুরআনে ভুল লিখা আছে (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, জমাট বাঁধা রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের শুক্রকীট (Sperm) এবং মেয়েদের ডিম্বের (Ovum) মিলন থেকে। আয়তখানির ব্যাখ্যামূলক প্রকৃত অর্থ: 'আলাক'-এর দু'টি প্রধান অর্থ হলো-

- জমাট বাঁধা রক্ত
- কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু

'আলাক'-এর অর্থ ঝুলে থাকা বস্তু নিলে আয়াতখানির ব্যাখ্যামূলক অর্থ হয়- (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। অর্থাৎ এমন জিনিস থেকে যা মায়ের পেটে প্রথম দিকে ঝুলে থাকা বস্তুর মতো দেখা যায়।

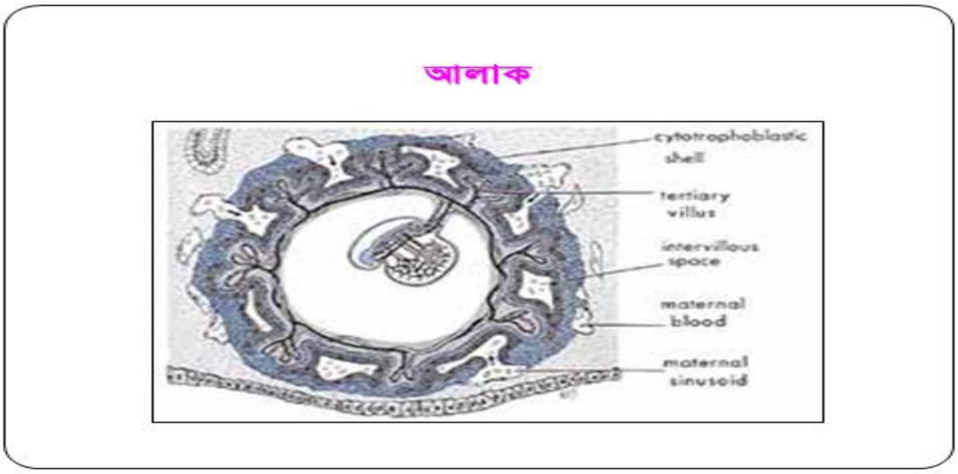

তাই, এ তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিশীল হয়। আয়াতখানির এ অর্থ দেখলে চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বলবে- কুরআন মহান আল্লাহর লিখা। কারণ, ১৫০০ বছর আগে মানুষ জানতো না যে ভ্রূণ প্রথম দিকে মায়ের জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে । এটি মানুষ জানতে পেরেছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পর। এ যন্ত্রসমূহ আবিষ্কারের তারিখ-

- মাইক্রোসকোপ- ১৫৯০ ইং
- আল্টাসোনোগ্রাফি- ১৯৭২ ইং
- সিটি স্ক্যান- ১৯৭৭ ইং
- এম আর আই- ১৯৭৭ ইং

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান) মাথায় না থাকলে এ আয়াতখানির সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা নিজে বুঝা এবং মানুষকে বুঝানো সম্ভব নয়।

নমুনা-২

❑ সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝা

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

অনুবাদ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলো- এ দু'টির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি- উপকারিতার চেয়ে। (বাকারা/২ : ১৯)

ব্যাখ্যা: এটি হলো মদ হারাম করার প্রথম আয়াত। আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ মদ খাওয়া থেকে দূরে সরানোর জন্য মদের অপকারিতা ও উপকারিতা বর্ণনা করে মানুষকে মানসিকভাবে তৈরী করতে চেয়েছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হবে মানুষকে যদি মদ খেলে কি কি রোগ হয় এবং মদ কি রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয় তা বলা যায়। তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বুঝাতে পারবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-৩

- সূরা বনী-ইসরাইলের ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝা

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنى اِنَّهَ كَانَ فَاحِشَةً ط وَ سَاءَ سَبِيْلاً .

অনুবাদ: আর জিনার (অবৈধ যৌন মিলন/Casual sex) ধারে-কাছেও যেও না। এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও অকল্যাণকর পথ। (বনী-ইসরাইল/১৭ : ৩২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে অবৈধ যৌনমিলন কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কেন তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটি বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের আলোকে অবৈধ যৌনমিলন থেকে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টাটি সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসু হবে যদি অবৈধ যৌনমিলনে কি কি কঠিন রোগ হয় তা মানুষকে জানানো যায় । তাই, এ আয়াতের ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বুঝাতে পারবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-৪

- অর্থছাড়া কুরআন পড়লে ইসলাম প্রাকটিস করলে পুরস্কার না শাস্তি পেতে হবে

প্রচলিত কথা হলো- অর্থছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী এবং অর্থসহ পড়লে প্রতি অক্ষরে আরো বেশী নেকী। অর্থাৎ প্রচলিত কথা হলো- অর্থছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়লে ইসলাম প্রাকটিস করলে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী তথা ১০গুণ পুরস্কার পাওয়া যাবে

- কোনটি সঠিক? অর্থছাড়া ইংরেজীতে লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করলে রুগীদের নিকট থেকে-
  - ১. পুরস্কার (সম্মান ও পারিশ্রমিক) মিলবে ২. রোগী মারা যাবে
  - ৩. রোগী ও চিকিৎসক উভয়ই মারা যাবে ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া আরবীতে লেখা কুরআন পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে-
  - ১. প্রতি অক্ষরে দশ নেকী মিলবে ২. কঠিন শাস্তি পেতে হবে ৩. বলা কঠিন

নমুনা-৫

- সালাতের উদ্দেশ্য/আকিমুস্ সালাতের ব্যাখ্যা

সালাতের উদ্দেশ্য-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অনুবাদ: নিশ্চয়ই সালাত (ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে) অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করে।
(আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

আকিমুস্ সালাতের ব্যাখ্যা

সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

হাদীস-

ইমাম বুখারী (রহ.), আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ননা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (স.) কে বলতে শুনেছেন- বলোতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন- তাঁর শরীরে কোনোরকম ময়লা থাকবে না। তখন রসূল (স.) বললেন- এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (মানব জীবন থেকে) ভুলসমুহ (الْخَطَايَا) (অন্যায় ও অশ্লীল বিষয়) দূরকরা/মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (কায়রো: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ (সালাতের সময় অধ্যায়), بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كَفَّارَةٌ(পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কাফফারা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৫২৮, পৃ. ৭৪।

➢ কেনাটি সঠিক? আলোচনাকৃত তথ্যসমূহ জানার পর বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় Human Biology (মানব শরীর বিদ্যা) থাকা-

১. কোনো প্রয়োজন নেই   ২. কিছু প্রয়োজন আছে

৩. বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার   ৪. বলা কঠিন

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!